যুগান্তর

23 APR 2008

মাধ্যমিক শিক্ষার্থী ও শ্রমিক প্রশিক্ষণে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কার্যক্রম শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অবস্থান শক্ত করার লক্ষ্যে দুটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। প্রকল্প দুটির নাম হচ্ছে 'কানেক্টিং ক্লাসরুম' ও 'স্কিলস ফর এমপ্লায়াবিলিটি'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্মকর্তা শাকিলা আজিম জানান, প্রকল্পের অর্থায়ন করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল।

'কানেক্টিং ক্লাসরুম'-এর অধীনে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের ছয়টি জেলার ৪০টি স্কুলের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ৪০টি স্কুলের শিক্ষা বিষয়ক অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি বিনিময় হবে। এ প্রকল্পের অধীনে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রজেক্টে দক্ষতা বৃদ্ধি, তুলনামূলক একাডেমিক কার্যক্রম, কারিকুলাম উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো কার্যক্রম থাকছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে। এ লক্ষ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিভিন্ন সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারবে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। তবে ঢাকার বাইরের যেসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের দেয়া সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারবে না এবং আইসিটি ব্যবহারের আনুষঙ্গিক সুবিধা নেই, সেসব প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে কম্পিউটার প্রদানসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা সরবরাহ করা হবে বলে ব্রিটিশ কাউন্সিলের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা প্রশাসন এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের যুক্তরাজ্যে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাদিকুর রহমান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) নজরুল ইসলাম খান, এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. মহিরউদ্দিন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক কেএম আওরঙ্গজেব, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এসএম আবদুল খালেক, যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান মোকসেদুল ইসলাম, রাজশাহী জেলা শিক্ষা অফিসার সাধন কুমার বিশ্বাস, ঢাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক একেএম মোস্তফা কামাল ও উদয়ন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ খালেদা হাবীব। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে তারা তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন।

'স্কিলস ফর এমপ্লায়াবিলিটি'র অধীনে যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আশরাফুল মকবুল, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক আবুল বাশার, পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হোসাইন খালিদ। পৃথক আরেকটি টিমে ভ্রমণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হুমায়ুন খালিদ, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহকারী পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সাইদ নূরন নবী, ঢাকা পলিটেকনিকের চিফ ইন্সট্রাক্টর আবুল কালাম আজাদ, ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ এবিএম আশরাফুল হক ও ম্যানেজার সুরাইয়া বানু। আশরাফুল মকবুল বলেন, বাংলাদেশ থেকে ৭০ লাখ তরুণ জনশক্তি ইউরোপসহ বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো সম্ভব। অনেকেই বিদেশে যাচ্ছেন কিন্তু প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকায় তারা প্রকৃত আয় থেকে যেমন বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বিদেশে নির্মাণক্ষেত্র (কনস্ট্রাকশন), হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং টেক্সটাইল ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক দরকার। ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ জানায়, এ তিনটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণদের তৈরি করার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের সিটি অব সান্ডারল্যান্ড কলেজ ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ডান্ডি কলেজ ঢাকার ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও টাঙ্গাইলের টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের টেলফোর্ড কলেজ যৌথভাবে কাজ করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদাকে সামনে রেখে কারিগরি ও সহায়ক শিক্ষাকে মজবুত করা হবে। অংশীদারিত্ব, পলিসি ডায়ালগ, শ্রমবাজারের ইংরেজি, আন্তর্জাতিক এন্টারপ্রাইজ এবং টেকনোলজি অ্যাওয়ার্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কার্যক্রমে।